অভ্যুদয় ফিল্মসের

মৃণাল সেন
পরিচালিত

অবসেষী

সঙ্গীত · রবীন চ্যাটার্জী

অভ্যুদয় ফিল্মসের প্রথম নিবেদন

অবশেষে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মৃণাল সেন ● সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জি

মূল কাহিনী : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'স্বভাবের স্বাদ'

চিত্রগ্রহণ	... শৈলজা চট্টোপাধ্যায়	গীত রচনা	... প্রণব রায়
শব্দগ্রহণ	: দেবেশ ঘোষ, সুশীল ঘোষ	নৃত্য পরিচালনা	... অনাদিপ্রসাদ
শব্দপুনর্যোজনা	... সত্যেন চট্টোপাধ্যায়	ব্যবস্থাপনা	... অসীম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা	... গঙ্গাধর নস্কর	শিল্প নির্দ্দেশক	... বংশী চন্দ্রগুপ্ত
রূপসজ্জা	... অনন্ত দাস	পরিচয় পত্র লিখন	... নির্ম্মল রায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ	... শৈলেন ঘোষ	দৃশ্যপট অঙ্কন	... রামচন্দ্র সিন্ধে
হিসাব রক্ষক	: নিতাই চক্রবর্ত্তী ও বিজন বন্দ্যোঃ	স্থির চিত্র	... ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী
আবহসঙ্গীত	... সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা	আলোক সম্পাত	... প্রভাস ভট্টাচার্য্য,
সাজ-সজ্জা	... বিশ্বনাথ দাস	ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল ও সুভাস ঘোষ	

প্রচার পরিকল্পনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● সহকারিবৃন্দ ●

পরিচালনায় : ইন্দর সেন, আশীষ সেনগুপ্ত ও গিরীশরঞ্জন ● চিত্রগ্রহণে : জয় মিত্র ● শব্দগ্রহণে : সৌরেন চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন কুণ্ডু চৌধুরী ● শব্দপুনর্যোজনা : অনিল দাসগুপ্ত, বলরাম বারুই, বিষ্ণু পরিধা ● সম্পাদনায় : বাসুদেব বন্দ্যোঃ রূপসজ্জায় : ভীম নস্কর ● ব্যবস্থাপনায় : ত্রিনাথ বণিক, সুনীল দত্ত, বাদল মণ্ডল

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

সেন্টজেভিয়ার্স (হাজারীবাগ) ● ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ● বন বিভাগ (বিহার সরকার) রবি চট্টোপাধ্যায় (শিল্প নির্দ্দেশক) ● ডি, পি, সিন্হা D. F. O.

★ রূপায়ণে ★

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় · অসিতবরণ · সুলতা চৌধুরী · অনুপকুমার · বিকাশ রায় পাহাড়ী সান্যাল · উৎপল দত্ত · রবি ঘোষ · ছায়া দেবী · তরুণকুমার · বিধায়ক ভট্টাঃ সুব্রতা সেন · রাজলক্ষ্মী · দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় · দেবু বসু · শৈলেন ঘোষ · কেষ্টধন মুখোপাধ্যায় প্রবীর ভট্টাচার্য্য · দেবেন ভট্টাচার্য্য · বুবু গাঙ্গুলী · প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় · শ্রীমান কুনাল ও আরো অনেকে

কণ্ঠ সঙ্গীতে : হেমন্ত ● সন্ধ্যা ● ধনঞ্জয় ● প্রতিমা প্রভৃতি

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ-এ পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : স্কাপস্ ফিল্মস্ প্রাইভেট্ লিমিটেড্

কাহিনী

আজ এটা কাল ওটা, লেগেই রয়েছে ঝগড়া। স্বামী-স্ত্রীতে। এতোটুকু বিরাম নেই। শান্তি নেই ছিটে ফোঁটাও। অথচ সাতবছর আগে এরাই একদিন ভালোবেসেছিল পরস্পরকে, পাগল হয়েছিল একে অপরের জন্যে এবং মেয়ের বাপকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত রাজি হতে হয়ে ছিল এই অসবর্ণ বিবাহে।

কিন্তু আজ, সাতবছর পরে, ছেলের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন আর যেন বেঁধে রাখা যাচ্ছে না এই সংসারটিকে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সংসারটা আর তারই সঙ্গে ভেসে যাবে তিনটি প্রাণী—স্বামী, স্ত্রী ও পাঁচ বছরের অবুঝ সন্তান।

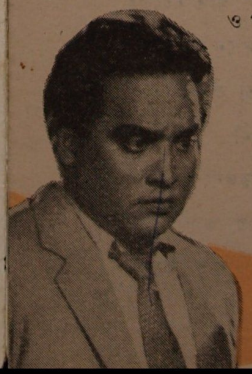

কিন্তু কেন?

কোনো নতুন পুরুষের আবির্ভাব স্ত্রীর জীবনে?

না!

কোনো দ্বিতীয় নারীর মধুর স্পর্শ স্বামীর গোপন মনে? না!!

আর্থিক
অসচ্ছলতা ?
তাও না ! ! !

তবে ? ? ? ?

অশান্তি প্রতিদিনের। জীবন দুর্বিসহ প্রতিনিয়ত। আর তারই আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খায় পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলে।

আর সেই সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রেমে-হাবুডুবু-খাওয়া আরো দুটো প্রাণী—স্বামীর ভাগনে ও তার এক বান্ধবী। একজনের বাস দক্ষিণ কলকাতায়, আর একজন দক্ষিণেশ্বরবাসিনী।

এমনিতে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকতো বলা কঠিন, কিন্তু বিচ্ছেদ ও উচ্ছেদ বিশেষজ্ঞ দুই উকিলের অকৃপণ পরামর্শে ও প্রয়োজনীয় ইন্ধন সরবরাহে অতি সহজেই কিছু দিনের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের সনাতনী পাঁচীল ভেঙ্গে দুজনকে তুলে আনা হয় আদালতের আইন-কণ্টকিত কক্ষে।

বিচ্ছেদ চাই !

এক দিকে চলে আইনের তর্ক জাল, অন্যদিকে স্বামী সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে রেখে আসে হাজারীবাগের এক হোস্টেলে, স্কুলের রেক্টরের তত্বাবধানে।

স্ত্রী তখন শ্যামবাজারে বাপের বাড়ীতে, আর স্বামী বালিগঞ্জে। আর ভাগনে ও বান্ধবী বিব্রত নিজেদের সমস্যায়।

অশান্ত হয়ে ওঠে মায়ের মন। ছেলেকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখতে হাজারীবাগ রওনা হয়।

উকিল ফন্দি আঁটে।

নিয়ম ভাঙ্গতে নারাজ রেক্টর। একমাত্র অভিভাবক ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে ছেলের দেখা হওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতায় ফিরে আসতে হয় মাকে। চোখের জল ফেলে নীরবে।

সরবে আদালত কক্ষ মাতিয়ে তোলেন দুপক্ষের উকিল।

বিচ্ছেদ চাই !!

এবং অবশেষে—

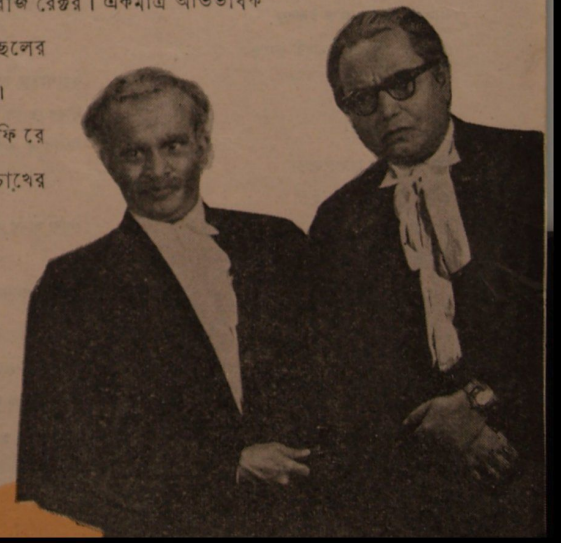

সঙ্গীত

[১]

স্বপ্নে ভরা এই বাদল বেলা
কেমনে কাটাই আজ তুমি বলে দাও
মেঘলা দিনে মন রয় না একা
আমায় তুমি আজ সাথী করে নাও।
স্বপ্নে ভরা·····।

না হয় একটু কাছে রইলে
বাঁশীর সুরে কিছু কইলে
আমার মনে কতো মালতী ফোটে
তোমারি মনে তার সুরভি কি পাও ?
স্বপ্নে ভরা·····।

সারাদিন শুনি আজ বৃষ্টি নূপুর
ভালো লাগে বাদলেরই রিমঝিম সুর।
দুটি মন কাছাকাছি থাকনা
স্বপ্ন দেখেই দিন যাকনা !
আমার আকাশে আজ ইন্দ্রধনু
তোমারই প্রাণে তার মাধুরী ছড়াও।
স্বপ্নে ভরা·····।

[২]

দিনগুলি মোর ফুলের মতো
ভাসিয়ে দিলাম নদীর জলে
আলোছায়ায় ছবি এঁকে
মেঘেরা যায় দলে দলে।

পাখীর মতো ভেসে
মন যেন আজ চলেছে কোন্
রূপকথারই দেশে।
যেথা রাজকন্যা বসে আছে
মালঞ্চেরই তরু তলে।
আলোছায়ার ছবি এঁকে
·····।

চৈতালি দিন গান গেয়ে যায়
মিষ্টি সুরে
খুশির নেশা লাগলো বুঝি
সৃষ্টি জুড়ে।

হাওয়ায় বাজে বাঁশী
এ জীবনে যা চেয়েছি
পেলাম অনেক বেশী।
যেন এই পৃথিবী সোনার মুকুট
পরিয়ে দিল খেলার ছলে।
আলোছায়ার ছবি এঁকে।
·····।

[৩]

আমার সকল চাওয়া বিফল হলো
এবার ফিরে যাই।
বুক জুড়ে মোর রইলো শুধু
অসীম শূন্যতাই।

করাপাতায় ঢাকলো ফুলের হাসি
নীরব হোলো আমার ভাঙা বাঁশী,
কি ছিলো আর কি হারালো
কারেই বা জানাই ?

বোবা মনের আকুলতা
বুঝলো না তো কেউ
পাষাণ শিলায় কান্না জানায়
মিছেই সাগর ঢেউ।

তপ্ত মরুর রুক্ষ বুকের পরে
সজল মেঘের মিনতি যে ঝরে
মরুর প্রাণে শ্যামল স্নেহের
আভাস নাহি পাই।
এবার ফিরে যাই ॥

খুকু :
এই আকাশ এই হাওয়া এই আলো
কী মজা লাগছে আজ সব ভালো
তানানানা—তানানা—তানানানা—তানানা।

মেয়ের দল :
এই ফাগুন এই যে ফুল এই এই আলো
কী মজা লাগছে আজ সব ভালো
তানানানা—তানানা—তানানানা—তানানা ॥

১ম মেয়ে :
দেবোনা দেবোনা তোরে ফুল তুলতে
দেবনা

২য় মেয়ে :
দেবোনাতো আমাদের সাথে খেলতে
দেবনা—

৩য় মেয়ে :
কোন দেশী মেয়ে তুই, নেই কি জানা
যার মা নেই, তার ফুল তুলতে মানা।

মেয়ের দল :
যার মা নেই, তার ফুল তুলতে মানা।

কবি :
কি হয়েছে ? কি হয়েছে বাঁদছো কেন খুকু ?
মলিন কেন মুখের হাসি টুকু ?
সোনামুখে মেঘ করেছে কেন ?
গোলাপ ফুলে বৃষ্টি ঝরে যেন ॥

খুকু :
মা যে আমার নাই, মা যে আমার নাই
ফুলের বনে ওরা আমায়
ফুল দিল না তাই।
মা স্বর্গে যখন যায়
বলেছিল আমায় তুমি দেখতে পাবে
এই ছোট্ট আঙিনায়।
ওরা আমায় ফুল দিল না বলে
এই দেখনা কান্না করে মায়ের চোখের কোলে।

কবি :
আয় কেঁদোনা সোনা মেয়ে লক্ষ্মীটি
আমি তোমায় ফুল দেব গো ভাবনা কি।

খুকু :
সত্যি ?

কবি :
সত্যি সত্যি সত্যি
মিথ্যে নয় একরত্তি ॥

খুকু :
কে তুমি ?

কবি :
আমি কবি আজব দেশের আজব যাদুকর।
আমি তোমার খেলার সাথী
নই কো তোমার পর
যত রংএর খেলা রূপের মেলা আছে দুনিয়াতে
তোমায় আমি সব দেখাব, এস আমার সাথে ॥
আয় আয় আয়, আয় ছুটে আয়
ফাগুনের বাঁশী বাজে হাওয়ায় হাওয়ায় ॥

১ম মেয়ে :
ফুলের বাগানে যেন আমরাও ফুল

২য় মেয়ে :
আমি যেন গুজাপতি

৩য় মেয়ে :
আমি বুলবুল

মেয়ের দল :
মোরা যেন মৌমাছি ঘুরে ঘুরে তাই নাচি
রং এর খেলায় আর খুশীর মেলায় ॥

কবি :
আয় আয় আয়, আয় ছুটে আয়

মেয়ের দল :
ফাগুনের বাঁশী বাজে হাওয়ায় হাওয়ায় ॥

খুকু :
ওগো কবি, ওগো কবি
বাজাও তোমার বাঁশী
এই দেখনা আমার মতো মায়ের মুখেও হাসি ॥

মেয়ের দল :
আয় আয় আয়, আয় ছুটে আয়
ফাগুনের বাঁশী বাজে হাওয়ায় হাওয়ায় ॥

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অলঙ্করণে : শিল্পী নির্মল রায় ● মুদ্রণে : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া।